নির্বাচন প্রহসন

জয়নাল আবেদীন

খুব পুরনো একটা কৌতুক। মনে হয় বড় বেশী জীবনমুখী। বিশেষতঃ রাজনৈতিক পরিমন্ডলের পরিপ্রেক্ষিতেতো বটেই। পরিবারের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুতে বড় ছেলের বুক ফাটানো আহাজারিতে আশে-পাশের আত্মীয় স্বজন বিস্মিত। পিতৃভক্তি আর ভালবাসার এই সরব বহিঃপ্রকাশে অনেকেরই দৃষ্টিতেই স্নেহের একটা আন্তরিক পরশ। সান্তনা জানাতে, আশে-পাশের আত্মীয় স্বজনের মাঝ থেকে বয়োজৈষ্ঠ মুরুব্বী শ্রেনীর একজন এগিয়ে এসে ছেলের মাথায় হাত রেখে, আদর করে বললো, বাবা, মা-বাপ কি কার সারা জীবন কারো বেঁচে থাকে। আমাদের সবাইকেই একদিন চলে যেতে হবে। তোমার বাবাতো অনেকদিনই বেঁচে ছিল। ছেলে চোখ মুঝে ঢোক গিলে বলে, সেটা কি আর আমি জানি না? কিন্তু যমে যে এখন ঘরটা চিনে গেল, এর কি হবে? বাংলাদেশে নির্বাচন হবে, রাজনৈতিক নতুন বা সেই পুরনো দল ক্ষমতায় আসবে, নির্ধারিত সময় শেষে তত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পাবে,আর তারপর অবরোধ-অসহযোগ আর লগি-বৈঠা নিয়ে সন্ত্রাসের এই যে এই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো এর কি হবে?

হিসাবটা বেশ সোজা, সম্ভবতঃ সবারই জানা। নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদলগুলো অংশ না নিলে নির্বাচন বৈধতা পাবে না বিশ্বের দরবারে। সেটাই এখন মোক্ষম অস্ত্র। প্রধান উপদেষ্টা মানিনা, সিইসি-র অপসারণ চাই। দেরীতে হলেও সে দাবীতো পুরোন হলো, যদিও মন মতো হলোনা বলে ক্ষেদতো থেকেই গেল। নির্বাচন কমিশনার স ম জাকারিয়া ও নব নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার মোদাব্বির হোসেনকেও তো সরানো গেল। এরপর প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের আমলার পরিবর্তন। সেটাওতো হলো। কিন্তু তাতেও তো সমস্যার সমাধান হলো না। কারণ বিদায়ী সরকার যে অত্যন্ত দক্ষতায় প্রসাশনকে কয়েক স্তরে সাজিয়ে গেছে। রহিম গেলে, করিম আসে। তাতে রাম-শ্যামের দেখাতো মেলে না। আমার যে বন্ধু গত নির্বাচনে আওয়ামীলীগের ভারডুবির পিছনে লতিফুর রহমানের সুনিপুণ কারসাজি দেখতে পেয়েছিল, সমস্ত দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছিল তাঁর উপর শুধু মাত্র প্রশাসনে রদ-বদল আনার কারণে, সেও দেখি খুশী নয় আজকের এই ব্যাপক রদ-বদলে। প্রশাসনে আরও ঢালাও পরিবর্তন তার প্রয়োজন এবং সেটা শুধু সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই। রঙ্গ করে বলি, লতিফুর রহমানতো তাহলে গত নির্বাচনে সঠিক কাজটিই করেছিল। ভুল যদি তার কিছু হয়েই থাকে তবে সেটা প্রশাসনে পরিবর্তনের জন্যতো নয়ই, হয়তো ব্যাপক পরিবর্তনের অভাবের কারণেই। বন্ধুর দেখি এই অনাকাঙ্খিত নীতি বাক্যে আজ আগ্রহ নেই মোটেই। আসন্ন নির্বাচনের পরিণতি নিয়ে তিনি যথার্থই উদ্বিগ্ন।

২৩শে ডিসেম্বর আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল ও খেলাফত মজলিসের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদিস আজিজুল হকের মধ্যে ৫ দফা দাবীর একটা লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, ক্ষমতায় গেলে আওয়ামীলীগ ধর্মীয় ফতোয়াকে আইনি স্বীকৃতি দিবে। দেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থার পাশাপাশি ফতোয়া আইনের উপস্থিতির জটিলতা ও দেশকে অন্ধকার যুগের দিকে ঠেলে দেয়ার এই নব্য আওয়ামী চেতনায় জাতীয় বিবেক স্তব্ধ। এ বিষয়ে ২৫শে ডিসেম্বর 'ভোরের কাগজে' দেশের শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন 'আসকের' যে বিবৃতি সন্নিবেশিত করেছে তা প্রশসংনীয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, *'বিভিন্ন সরকারের অশুভ তৎপরতা ও বারবার সংবিধান কাটাছেঁড়া সত্ত্বেও*

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির এখনো একটি ন্যূনতম অসম্প্রদায়িক চরিত্র রয়েছে। এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ একটি মধ্যযুগীয়, ধর্মান্ধ ও তালেবান রাষ্ট্রে রুপ নেবে'। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষন করলে অত্যন্ত বিচক্ষণতায় তার উত্তর আসে, আওয়ামীলীগ যদি ক্ষমতায় তবে এই চুক্তি, হোকনা সেটা লিখিত দলিল, কোন দিনই তা বাস্তবায়িত হবে না। অর্থাৎ আওয়ামীলীগের এখন ক্ষমতায় যাওয়ার প্রয়োজন এবং সেটা যে কোন কিছুর বিনিময়ে। মুখে যতই বলি না কেন, 'ওরা খাচ্ছে, ওরাই খাক', খাওয়া-খাওয়ির রাজনীতিতে নিজে অভুক্ত থেকে অন্যকে খেতে দেখতে কারই বা ভাল লাগে। বিশেষতঃ আবার পাঁচ-পাঁচটা বছর! আর ওখানে গেলে যে খাওয়া যায় এবং খায় সেটাতো শুধুই নিছক অনুমান নয়। বিরোধী নেত্রীর পাঁচ বছরের জ্বল-জ্যান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার নিত্তিতে রচিত এ তথ্য। তাই শুধু ফতোয়া আইনের খেলাফত মজলিশ আর বিশ্ব বেহায়া স্বৈরাচার এরশাদ কেন, মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি নিজামী গোষ্ঠিও যদি আজ দল বদল করে আওয়ামী ছত্র ছায়ায় মিলিত হওয়ার অভিলাশ ব্যক্ত করে তবে তাদের প্রত্যাখিত হওয়ার সম্ভাবনা যে কতটুকু তা আজ জাতী খুব ভালভাবেই অনুধাবন করে।

চাপ দিয়ে যতটা আদায় করে নেয়া যায় ততটাইতো বুদ্ধিমানের কাজ। কথা হলো, কতটুকু চাপ যে সহ্য করা যাবে, সহ্য করা হবে, কতটুকু চাপে যে সবচেয়ে বেশী লাভের সুযোগ আছে সেটা নির্ধারণ সব সময়ই কষ্টকর। লাভের লোভ সম্বরণ খুব সহজ কাজ নয়। সাপ মারতে গিয়ে লাঠিও যে ভেঙে যেতে পারে সেইটুকু সচেতনার মনে হয় সব সময়ই প্রয়োজন আছে।

কথা হচ্ছিল, নির্বাচন কি হবে? নির্বাচন হয়তো হবে, শুধু মাত্র যদি বিরোধীদল নির্বাচনে জেতার সবুজ সংকেত পায়। ১৪ দল থেকে জাতীয় পার্টি ও খেলাফত মজলিশের অন্তর্ভুক্তিতে(ফতোয়া আইণের চুক্তিতে) আজ বিরোধী মহাদল মাত্র ৪ দলের বিপক্ষে। সবুজ সংকেততো গাঢ়ই ছিল। সমস্যা দেখা দিয়েছে শেষ মুহূর্তে এরশাদের জাতীয় পার্টিকে নিয়ে। এরশাদ জেলে গেলে সমস্যার কিছু ছিল না, মাথা ব্যাথাও ছিল না মোটেই। কিন্তু জাতীয় পার্টি নির্বাচনে না গেলে একটা কিন্তু যে থেকেই যায়।

আশার কথা, সব দলের অংশগ্রহন ছাড়া নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠবে, সেটা বিদায়ী সরকার প্রধান খালেদা জিয়াও অনুধাবন করেন। অতি সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে এর দায় ভার তিনি বিরোধী দলের উপর চাপানোর চেষ্টা ও করেছেন। অর্থ্যাৎ ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ও পুরোপুরি ভাবেই আছে। ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্য-বাধকতা থাকলেও দেশের সমস্ত মানুষ যদি মনে করে এর পরিবর্তনের আজ প্রয়োজন আছে, তবে সেটা কার্যকরের একটা উপায় বার হবেই। কারণ এই সংবিধান মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের দ্বারাই সৃষ্টি। বিশেষ প্রয়োজনে এর পরিবর্তন কেন করা যাবে না, তা নিয়ে যথার্থই প্রশ্ন উঠবে। শেষ মুহুর্তের বিচারের সাজায় এরশাদ ও জাতীয় পার্টি ক্ষুব্ধ। নির্বাচন যদি হয় এবং জাতীয় পার্টি নির্বাচন বয়কট করে তবে ভোটগুলো মহাদলে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার বিশাল টানেলের অন্য প্রান্তে একটা আলোতো মনে হয় দেখাই যাচ্ছে। তাই মনে হয় শেষ মুহুর্তে নির্বাচন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে গেছে। শুধু টানেলের অন্য প্রান্তের ঐ আলোটা দুরন্ত কোন ছুটন্ত ট্রেনের হেডলাইট যেন না হয় সেইটুকু কামনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী, ৭ জানুয়ারী ২০০৭, ইমেইল # jabedin@aapt.net.au